দৈনিক ইনকিলাব
২৭-০৫-০৮

শ্রমবাজার

# এডুকেশন ইন্ডাষ্ট্রি ও বিশ্বব্যাপী আমাদের শ্রমবাজার

ড. এম. আজিজুর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা ও বেকার সমস্যা। কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী দেশে কাজের সুযোগ পাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিশ্বের শ্রমবাজারের অনুসন্ধান করতে হচ্ছে। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে মানুষ যে কোন দেশেই চাকরি করতে পারে।

বিশ্বের জনসংখ্যা কম-বেশি প্রায় সাড়ে ছয়শত কোটি। শিশু ও বৃদ্ধাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাদ দিলে সমগ্র বিশ্বে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা চারশত কোটির কিছু বেশি হবে। বিশ্বব্যাপী চাকরির যে বাজার রয়েছে সেগুলোর সমন্বয় করে অনুপ্রবেশের সুবিধা সৃষ্টি করলে বিশ্বে বেকার সমস্যা থাকার কথা নয়। অনেক দেশই জনসংখ্যাস্বল্পতার কারণে অন্যান্য দেশ থেকে জনশক্তি আমদানী করে। এ সব দেশের ভেতর জাপান, কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ইংল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া অন্যতম। ১১৫ কোটি লোকের বসবাসকারী দেশ ভারতের বেশির ভাগ লোকই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তাই ভারতের শিক্ষিত দক্ষ জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীর যে কোন দেশে সহজেই রপ্তানি করা যায়। ভাষাগত দুর্বলতা থাকলেও যথার্থ কারিগরি জ্ঞান ও শিক্ষার কারণে সারা বিশ্বে চীন একটি বৃহত্তম শ্রম রপ্তানিকারক দেশ। জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশকে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে চীন ও ভারতের মত আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দখল করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্যে প্রথমে যা প্রয়োজন তা হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা। কিন্তু প্রায় শত বছর বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে তথাকথিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তাদের সনদ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই আমাদের প্রয়োজন গতানুগতিকতার বাইরে এসে নতুন ধরনের সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা চালু করা- যাতে এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা দেশের ও বিশ্বের শ্রমবাজারে নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ পায়। এ স্বপ্ন পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং এরূপ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কর্মজীবনে সফলতা অর্জনের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় চারটি উপাদান হলো পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, কম্পিউটার শিক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা। একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এ চাহিদাগুলো পূরণ হয়। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার একশত বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকরভাবে কোন দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। এ জনশক্তি যেমন দেশের চাকরির বাজার ধরতে পারছে না, একইভাবে বিদেশের শ্রমবাজারেও নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে না। সহজ কথায় বলা যায়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বমানের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে যুগ যুগ ধরে দক্ষ জনসংখ্যা রপ্তানির সম্ভাবনা স্বপ্নই থেকে যাবে। তাই দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির ব্যাপারে আমাদের কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের আশার আলোকবর্তিকা হতে পারে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান করে কিভাবে ভারত ও চীনের মত আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অনুপ্রবেশ করা যায় তা এখনই ভেবে দেখতে হবে। কারণ স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যুগ যুগ ধরে এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

সাধারণত সুউন্নত ও সুশিক্ষিত দেশগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত দেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। মানসম্পন্ন সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার অভাব, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে বিদেশে রপ্তানি করার মত চৌকস ও দক্ষ জনশক্তি আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। তুলনামূলকভাবে সাধারণ ও ইংরেজি শিক্ষায় বেশি দক্ষতা অর্জনের জন্যে শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও ভারত অনেক বেশি জনশক্তি বিদেশের শ্রমবাজারে রপ্তানি করতে পারে। শিক্ষার মান উন্নত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সেই জায়গা দখল করার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের সম্প্রসারণ করতে হবে। এজন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, যার যোগান দেয়া বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে মানসম্পন্ন শিক্ষক, উচ্চমানের ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, শ্রেণীকক্ষ, গবেষণা সুবিধাসহ বিশ্বমানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সারা বিশ্বে বাজারজাতকরণের জন্যে ফলপ্রসূ মার্কেটিং। বিশ্বের অনেক দেশই বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অনেক সফল বিনিয়োগ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানীর উদাহরণ দেয়া যায়। বাংলাদেশে শিক্ষার বৃহত্তম বাজার রয়েছে। এ বাজারকে ধরার জন্যে বিদেশী বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ আনার জন্যে প্রয়োজন বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অধীনে সাধারণ শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাকে সেবামূলক বা এডুকেশন ইন্ডাষ্ট্রির আওতাভুক্ত করা এবং তা সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিষয়টি অবহিত করা। তাহলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করে বিশ্বমানের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে।

অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বমানে উপনীত হতে পারেনি। তাই বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে। যুগ যুগ ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজগুলো যে ভূমিকা রাখতে পারেনি অতি অল্প সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার দ্বারা তা সম্ভব হবে। এ স্বপ্ন রচনা ও পূরণের মধ্যে ব্যবধান তত তাড়াতাড়ি কমে আসবে যত তাড়াতাড়ি আমরা বাংলাদেশে শিক্ষা খাতকে সরকারিভাবে ইন্ডাষ্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিতে পারবো। তখন ভারত ও শ্রীলঙ্কার মত বাংলাদেশের শ্রম সহজে রপ্তানি করা সম্ভব হবে এবং এ খাত থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

[লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]